বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ব্রাজিলের ছিল বাদ যায় যায় অবস্থা। দায়িত্ব নিলেন স্কলারি। কোনোমতে দলকে টেনে তুললেন বিশ্বকাপে। সারা বিশ্বের মতো ব্রাজিলের জনগণও বিশ্বাস করেনি, তারা বিশ্বকাপ জিতবে। এর ওপর রোনাল্ডো, রিভালদোর ইঞ্জুরি সমস্যা। রোমারিওকে বাদ দিয়ে আরও বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেললেন কোচ। অধিনায়ক এমারসন বিশ্বকাপ শুরুর একদিন আগে ইঞ্জুরি আক্রান্ত হলে ব্রাজিলের সম্ভাবনা আরো কমে যায়। কিন্তু স্কলারি খেলোয়াড়দের ওপর আস্থা হারাননি...

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

কাফু : জীবনের বিরল মুহূর্তে

বিশ্বকাপ ২০০২

ছন্দেরই জয়

ফ্রান্স বিশ্বকাপের পর পরই ব্রাজিলে একটি জরিপ করা হয়– দেশের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি কে? ফলাফলে দেখা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই বেছে নেন রোনাল্ডোর নামটি। কারণটি আর কিছু নয়, ফাইনালে রহস্যজনক অসুস্থতার কারণে ব্রাজিল জিততে পারেনি পঞ্চম শিরোপাটি। বিশ্বকাপের আগে যিনি ছিলেন দেশের জনপ্রিয়তম ব্যক্তি, বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পর তিনিই হয়ে গেলেন সবচেয়ে ঘৃণিত। 'দ্য ফেনোমেনন' আরেকবার পরীক্ষা দেবার সুযোগ খুঁজছিলেন। ২০০২ সালের ৩০ জুন অষ্টাদশ বিশ্বকাপ ফাইনালে জাপানের ইয়োকোহামায় তার দল ব্রাজিল মুখোমুখি হলো জার্মানির। আরেকবার পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাতে উত্তীর্ণ হলেন সম্মানের সঙ্গেই এখন ব্রাজিলের জনপ্রিয়তম ব্যক্তি খোঁজার জন্য কোনো জরিপের প্রয়োজন নেই। ১৭ কোটি জনগণের একজনও এখন রোনাল্ডোর বিপরীতে অন্য কোনো নাম বলবেন না।

'৯৮-এর ফাইনালের আগে কি ঘটেছিলো সেটা রোনাল্ডো কখনো জানাননি। তবে নিজে সবসময় বিশ্বাস করতেন যে, সেই দুঃস্বপ্ন ভোলার একটা সুযোগ তিনি পাবেন। সেটা যে বিশ্বকাপেই হবে তা হয়তো তিনি ভাবেননি। রোনাল্ডো কেন, বিশ্বকাপ শুরুর আগে অতি বড় আশাবাদীরও এটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিলো যে ব্রাজিল ফাইনাল খেলবে। কারণ বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে হলে একটি দলের খেলা যে রকম হওয়া উচিত, সেরকম খেলা ব্রাজিল গত ২ বছর খেলেনি। হন্ডুরাস, অস্ট্রেলিয়া, ইকুয়েডরের মতো দলগুলোর কাছে হারার পর তাদের ওপর সমর্থকদের কোনোই আস্থা ছিলো না। জিকো, জাগালোরা তো প্রকাশ্যেই বলেছেন, এবারের বিশ্বকাপ জেতা ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের জন্য মোটেই সহায়ক হবে না। ফেডারেশনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা তাহলে আরো শিকড় গেড়ে বসে যাবে। আসলে বিগত বছরগুলোতে ব্রাজিল ফুটবল দলের খারাপ রেজাল্টের পেছনে এসব কর্তা ব্যক্তিই অনেকাংশে দায়ী। ঘরোয়া লীগের খেলাগুলো দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে প্রায়ই হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। ম্যাচ শেষে দু'দলের সমর্থকরা রাস্তায় গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি করছে, এটা বেশ স্বাভাবিক দৃশ্য। খেলোয়াড়রাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। রেফারি কিংবা বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের নাক ফাটিয়ে দিতে তাদের জুড়ি নেই। জাতীয় দলের খেলায়ও এ জিনিসটি প্রভাব ফেলে। তারা ভুলে যায় সৃজনশীলতা, ভুলে যায় যে তারা পেলে, টোস্টাও, গার্সন, গ্যারিঞ্চা, জিকো, জোয়ারজিনহোদের উত্তরসূরি। ব্রাজিল জাতীয় দলের খেলাগুলোতেও তাই কোনো সৃজনশীলতা গত ২ বছরে খুঁজে পাওয়া যায়নি। টিপিক্যাল ইউরোপিয়ান স্টাইলে রাফ অ্যান্ড টাফ খেলা রপ্ত করে তারা। কিন্তু মাঠে এ স্টাইলের সঠিক প্রয়োগ দেখাতেও ব্যর্থ হয়। যে কারণে বাছাইপর্ব পেরুতে ব্রাজিলকে ব্যবহার করতে হয় ৪ জন কোচ আর ৬২ জন খেলোয়াড়। ১৮ ম্যাচের ভেতর পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ৬ বার। কোরিয়া-জাপানের টিকিট কনফার্ম করার জন্য অপেক্ষা

দলীয় সংহতির ফলেই ব্রাজিল জয় করেছে বিশ্বকাপ, অথচ এই দলটির বিশ্বকাপে আসা নিয়ে সংশয় ছিল

করতে হয় শেষ ম্যাচ পর্যন্ত। পেলেও যে কারণে ব্রাজিলকে রাখে ফেভারিটদের তালিকার বাইরে। বিশ্বের সব ফুটবলবোদ্ধা তাতে গলা মেলান, 'আর যাই হোক, এবারের বিশ্বকাপ জেতার ক্ষমতা ব্রাজিলের নেই।' কিন্তু সবাইকে স্তম্ভিত করে শিরোপা জিতেছে ব্রাজিলই। তবে কি ব্রাজিলের শিরোপা জয়কে আমরা 'ফ্লুক' বা অঘটন বলবো? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ফিরে যেতে হবে একটু পেছনে।

২০০১ সালের জুন মাসে লুই ফিলিপ্পো স্কলারি যখন জাতীয় দলের দায়িত্ব নেন, সবারই ভুরু তখন কুঁচকে উঠেছিলো। ক্লাব পর্যায়ে গ্রেমিও, ক্রুজেইরোকে তিনি সাফল্য এনে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে তাদের ফাউলপ্রবণ দল হিসেবেও পরিচিত করে তুলেছিলেন। সৃজনশীল ফুটবলাররা স্কলারির প্রথম একাদশে সুযোগ পেতেন না। প্রাধান্য পেতো রাফ খেলোয়াড়রা। তিনি জাতীয় দলের দায়িত্ব নেবার অর্থই হলো, মৃত্যু ঘটেছে সৌন্দর্যের ফুটবলের। স্কলারি সেটা ঘোষণা দিয়েই জানালেন। জানালেন, ব্রাজিলকে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে নিয়ে যাবার জন্য যেকোনো কৌশলই অবলম্বন করা হবে। হলোও তাই। 'জঘন্য' ফুটবল খেলে কোনোমতে মূল পর্বে উঠে আসে ব্রাজিল। বাছাইপর্বে রোনাল্ডোকে তিনি পাননি এক ম্যাচের জন্যও। রিভালদো, রোনালদিনহো ব্যস্ত ছিলেন ক্লাব মৌসুম নিয়ে। স্কলারি জানতেন, যেন-তেনভাবে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেলে দলকে তিনি ঢেলে সাজাতে পারবেন। সে কারণে বিশ্বকাপে দলকে নিয়ে আসাই ছিলো তার প্রাথমিক টার্গেট। সেটা পূরণ হবার পর মনোযোগ দেন শিরোপা জেতার লড়াইয়ে।

'বলেছিলাম না - আমার উপর বাজি ধর, জিততে পারবে : রোনাল্ডো

বিশ্বকাপের অল্প কিছুদিন আগে রোনাল্ডো, রিভালদো, রোনালদিনহোকে নিয়ে প্রথমবারের মতো ব্রাজিল মাঠে নামে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে। পুরো ম্যাচে তারা ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের। স্কলারি পেয়ে যান সেরা তিন অস্ত্র। 'ট্রিপল আর' ফর্মেশনই যে ব্রাজিলকে শিরোপা এনে দিতে পারে, এটা বুঝতে কারোরই দেরি হয়নি। প্রথম ম্যাচের আগে অধিনায়ক এমারসন আহত হয়ে দেশে ফিরে যান। গা-জোয়ারি ফুটবলের জন্য তিনি ছিলেন স্কলারির প্রিয়পাত্র। কিন্তু সে বিশ্বকাপ মিস করছে জানার পর স্কলারি পুরোপুরি 'ইউ টার্ন' নেন। এমারসনের বদলে জুনিনহোকে প্রথম একাদশে খেলিয়ে তিনি সবাইকে চমকে দেন। তুরস্ক, চীন, কোস্টারিকা বা বেলজিয়াম যতোই অবাক হয়েছে, জার্মানি, স্পেন, ইটালি, ইংল্যান্ডের মতো শিরোপা প্রত্যাশী দলগুলোর কপালের ভাঁজ ততই বেড়েছে। ব্রাজিল খেলছে ফ্রি ফ্লোইং সাম্বা ফুটবল– এটা তাদের কাছে ছিলো অপ্রত্যাশিত। একই সঙ্গে তারা যে খুশি হয়নি সে কথা বলা যাবে না। কারণ এই স্টাইলে ব্রাজিলের আক্রমণের একসঙ্গে ওপরে উঠে যায় ৭/৮ জন খেলোয়াড়। কাউন্টার অ্যাটাকে গোল দেয়া তখন অনেক সহজ। ডিফেন্সে অনেক ফাঁক-ফোকর থাকে। স্কলারির চমক তখনো বাকি ছিলো। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি বসিয়ে রাখেন জুনিনহোকে। গত চারটি ম্যাচে যিনি ছিলেন ব্রাজিল দলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। তার বদলে প্রথম একাদশে খেলানো হয় ক্লেবারসনকে। ডিফেন্সের সামনের কভার হিসেবে যিনি অতুলনীয়। বিগ ফিলের এই ট্যাকটিক্সও কাজে লেগে যায়। ব্রাজিল শেষ ৩০ মিনিট ১০ জন নিয়ে খেলেও গোলবঞ্চিত রাখে ইংল্যান্ডকে। ব্রাজিল যে ঘরাণার ফুটবলে অভ্যস্ত, তাতে এটাকে খুব বড় অর্জন বলেই মানতে হয়। এ জাতীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি একটা দল যেকোনো সময় হতেই পারে। সে জন্য স্কলারি ১০ জন নিয়েও দলকে অনুশীলন করিয়েছেন। ব্রাজিলিয়ান মিডিয়া সে সময় এটা নিয়ে হাসহাসি করলেও পরে তারাই স্কলারিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ফাইনালে তুরস্কের বাধা ব্রাজিল পেরিয়েছে রোনাল্ডো ম্যাজিকে। মুহূর্তের ক্ষিপ্রতায় গোল করে তিনি ব্রাজিলকে তুলেছেন সপ্তম ফাইনালে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ জার্মানি।

এ জার্মান দলটির ফাইনালে পৌঁছানোও আরেক রূপকথা। বাছাইপর্বে নিজেদের মাটিতে চিরশত্রু ইংল্যান্ডের কাছে তারা যখন

অলিভার কান : অল কোয়াইট অন দ্য জার্মান ফ্রন্ট

১-৫ গোলে হেরে যায়, তখন বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়েই সংশয় ছিলো। প্লে-অফে ইউক্রেনকে হারিয়ে তবেই চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত করে জার্মানি। বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই সৌদি আরবকে বিধ্বস্ত করে ৮-০ গোলে। নড়-চড়ে বসে ফুটবলবোদ্ধারা। শিরোপার দাবিদার হিসেবে জার্মানির নামও ক্ষীণস্বরে শোনা যেতে থাকে। প্রথম ম্যাচের পর টুর্নামেন্টের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছে জার্মানিও। কিন্তু যেকোনো সময়ই পিছলে পড়ার ভয় ছিলো। সে কারণে সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট হিসেবে তাদের কেউ সেভাবে দেখেনি। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করার পর ক্যামেরুনের সঙ্গে দুই গোলে জয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে প্যারাগুয়ের সঙ্গে জার্মানির ম্যাচটি তো টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বোরিং ম্যাচ হিসেবে চিহ্নিত। ৮৮ মিনিটে ন্যুভিলের গোলে কোয়ার্টারে উঠে যায় জার্মানি। পরবর্তী দু'খেলার ত্রাণকর্তা মাইকেল বালাক। কোয়ার্টার ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্র এবং সেমিফাইনালে কোরিয়ার বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলদাতা তিনি। কিন্তু দুই হলুদ কার্ডের কারণে তাকে মিস করতে হয়েছে ফাইনাল। এ ফাইনাল পর্যন্ত জার্মানির পৌঁছানোর মূল নায়ক

রিভালদো-রোনাল্ডো : বিশ্বকাপের ভয়ঙ্কর জুটি

কিন্তু তাদের গোলরক্ষক— অতিমানব অলিভার কান। ম্যাচের পর ম্যাচ দুর্দান্ত সব সেভ করে যিনি জিতে নিয়েছেন টুর্নামেন্টের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার 'লেভ ইয়াসিন ট্রফি'। খোদ বেকেনবাওয়ার বলেছেন, কান না থাকলে জার্মানির ফাইনালে পৌঁছা কখনোই সম্ভব হতো না। মাঠে তার ক্যারিশম্যাটিক উপস্থিতির প্রমাণ এতেই পাওয়া যায়।

৩০ জুন জাপানের ইয়োকোহামা স্টেডিয়াম প্রস্তুত হলো এক ধ্রুপদী খেলার সাক্ষী হবার জন্য। ইতিহাসের সবচেয়ে সফল দু'টি দল মুখোমুখি হচ্ছে সর্বোচ্চ ফুটবল আসরে প্রথমবারের মতো। ডিসেম্বরে যখন বিশ্বকাপ ড্র অনুষ্ঠিত হয়, তখনই দেখা গেলো দু'প্রান্তে পড়েছে ব্রাজিল, জার্মানি। ফাইনাল ছাড়া মুখোমুখি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। দু'দলের কাছেই সেখানে পৌঁছানো অলিক কল্পনা। সেই ড্র-তে উপস্থিত

ব্রাজিল-জার্মানির পরিসংখ্যান

প্রথম রাউন্ড থেকে সেমিফাইনাল

ব্রাজিল		জার্মানি
বনাম তুরস্ক ২-১		বনাম সৌদি আরব ৮-০
বনাম চীন ৪-০	প্রথম রাউন্ড	বনাম আয়ারল্যান্ড ১-১
বনাম কোস্টারিকা ৫-২		বনাম ক্যামেরুন ২-০
বনাম বেলজিয়াম ২-০	দ্বিতীয় রাউন্ড	বনাম প্যারাগুয়ে ১-০
বনাম ইংল্যান্ড ২-১	কোয়ার্টার ফাইনাল	বনাম যুক্তরাষ্ট্র ১-০
বনাম তুরস্ক ১-০	সেমিফাইনাল	বনাম কোরিয়া ১-০

ব্রাজিল		জার্মানি
৮৪	শট	৮৮
৪৭	পোস্টে শট	৩৬
১৬	গোল করেছেন	১৪
২.৬৭	ম্যাচ প্রতি গোল	২.৩৩
৪	গোল খেয়েছেন	১
৩১	কর্নার	৩৬
৮৭	ফাউল করেছেন	১১২
৯৩	ফাউলের শিকার	১১৯
	লাল কার্ড	১
৬	হলুদ কার্ড	১৭
২৬	অফসাইড	১৫
	খেলোয়াড়	
২৬.৩ বছর	গড় বয়স	২৭.২ বছর
১.৮০ মিটার	গড় উচ্চতা	১.৮৪ মিটার
৭৩.৮ কেজি	গড় ওজন	৮০.৮ কেজি
কাফু (৩২ বছর)	বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য	বিয়েরহফ (৩৪ বছর)
কাকা (২০ বছর)	সর্বকনিষ্ঠ সদস্য	মেটজেল্ডার (২১ বছর)

ফাইনাল

ব্রাজিল		জার্মানি
৯	শট	১২
৭	পোস্টে শট	৪
২	গোল	০
৩	কর্নার	১৩
১৯	ফাউল	২১
১	হলুদ কার্ড	১
০	লাল কার্ড	০
০	অফ সাইড	১
৪৪%	বল পজেশন	৫৬%

ছিলেন ব্রাজিল, জার্মানির কোচদ্বয়ও। স্কলারি ফয়েলারের সঙ্গে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, 'আশা করি ফাইনালে দেখা হবে।' তার কথাটা যে এভাবে মিলে যাবে, তা নিশ্চয়ই খোদ স্কলারিও ভাবেননি।

দু'দলেরই এটা ছিলো সপ্তম ফাইনাল। এর মধ্যে ব্রাজিল শিরোপা জিতেছে ৪ বার। জার্মানি ৩ বার। জার্মানি খেলা শুরু করেছিলো ব্রাজিলকে ছোঁয়ার লক্ষ্যে, আর ব্রাজিল অন্যদের থেকে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়ে। এক্ষেত্রে সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য দুটোই ছিলো ব্রাজিলের পক্ষে। ১৯৬২ সালে ব্রাজিল শিরোপা জেতার পর থেকে একবার ল্যাটিন, একবার ইউরোপিয়ান দেশের শিরোপা পাওয়াটা প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। সে নিয়মেই (!) ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড, ১৯৭০-এ ব্রাজিল '৭৪-এ পশ্চিম জার্মানি, '৭৮-এ আর্জেন্টিনা, '৮২-এ ইটালি, '৮৬-এ আর্জেন্টিনা, '৯০-এ পশ্চিম জার্মানি, '৯৪-এ ব্রাজিল, '৯৮-এ ফ্রান্স শিরোপা জেতে। সে হিসেবে এবারের জার্মানি-

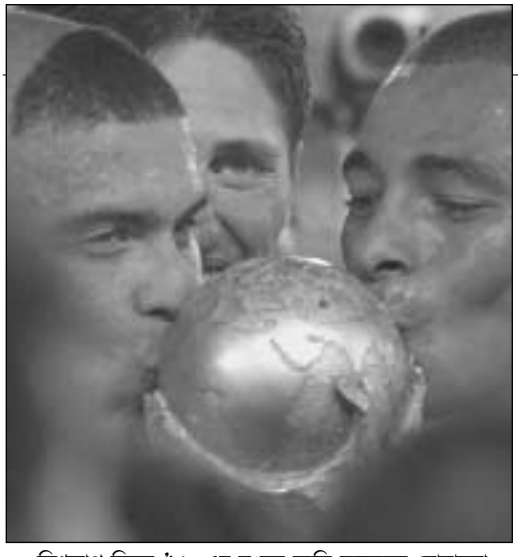

বিশ্বকাপ জিতে '৯৮-এর দুঃসহ স্মৃতি ভুলেছেন রোনাল্ডো

মার্কোস : ব্রাজিলের সর্বকালের সেরা গোলকিপার ?

ব্রাজিলের লড়াইয়ে জয় ব্রাজিলেরই হবার কথা। নিজ মহাদেশের বাইরে শিরোপা জেতার কৃতিত্বও একমাত্র ব্রাজিলের। ১৯৫৮ সালের সুইডেন বিশ্বকাপ জয় করে তারা। ২০০২ সালের বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে জার্মানির সুযোগ ছিলো সে কৃতিত্বে ভাগ বসানোর। গত দু'টো বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা ধরলে সেজন্য জার্মানির এক গোল দেয়াই যথেষ্ট। কারণ '৯৪ ও '৯৮-এর ফাইনালে কোনো গোল করতে পারেনি ব্রাজিল। অন্যদিকে '৮৬ সালের পর থেকে কোনো ফাইনালেই দু'পক্ষ গোল করতে পারেনি। ম্যাচের আগে দু'দলের কোচই অকৃপণ প্রশংসা করলেন দু'দলের। এতোসব হিসাব-নিকাশ ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াইকে পাশে সরিয়ে ইটালিয়ান রেফারি পিয়েরে লুইগি কলিনার লম্বা বাঁশি বেজে উঠলো বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টায়। শুরু হলো সপ্তদশ বিশ্বকাপ ফাইনাল।

লাল কার্ডের কারণে সেমিফাইনাল মিস করা রোনালদিনহো ফেরেন ব্রাজিলের একাদশে। অন্যদিকে কোয়ার্টার ও সেমিফাইনালের জয়সূচক গোলদাতা বালাক সেই কার্ড সমস্যার কারণেই মিস করছেন ফাইনাল। সবাই ধরেই নিয়েছিলো, জার্মানি পুরোপুরি রক্ষণাত্মক খেলবে। ব্রাজিলের দুর্দান্ত আক্রমণভাগ সামলে দু'একবার হয়তো হানা দেবে তাদের রক্ষণদুর্গে। কিন্তু শুরুতেই সব হিসাব-নিকাশ জটিল করে দেয় জার্মানি। ব্রাজিল গুছিয়ে ওঠার আগেই তারা একের পর এক আক্রমণ শুরু করে। যদিও কোনোটিই গোল হবার মতো নয়, তবে তাদের 'বিল্ডআপ' ব্রাজিলের ডিফেন্সে যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করেছিলো। লুসিও, এডমিলসন, রকো জুনিয়র ব্যতিব্যস্ত ছিলেন কোনোমতে বল ক্লিয়ার করতে। কাফু, কার্লোসরা ওপরে ওঠার কোনোরকম সুযোগই পাননি। স্নাইডার, ইয়েরেমিস, হামান দখল নিয়ে নেন মাঝমাঠের। বল ঘুরতে থাকে জার্মানির পায়ে পায়েই। দু'প্রান্ত থেকে ক্রস ফেলে ব্যবহার করতে চায় ক্লোসার হেডিং দক্ষতাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে খেলায় ফিরে আসে ব্রাজিল। রোনালদিনহো কোয়ার্টার ফাইনালের মতো আরেকটি ম্যাজিক মুহূর্তের সৃষ্টি করেন। দুর্দান্ত থ্রু পাস ঠেলেন রোনাল্ডোর উদ্দেশে। বল তাড়া করে মার্কারকে ছিটকে ফেলে কানকে পেয়ে যান একা। কিন্তু পায়ের আলতো টোকায় তিনি যে কি করলেন ঠিক বোঝা গেলো না। এগিয়ে যাবার সহজতম সুযোগ নষ্ট করে ব্রাজিল। কিছুক্ষণ পরই আবারও রোনালদিনহো তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দেন। অনেক ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে লব করেন রোনাল্ডোর উদ্দেশে। ওয়ান টু ওয়ান সিচুয়েশনে কানকে পেয়ে আবারও অমার্জনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন রোনাল্ডো। সবার মনে তখন '৯৮-এর স্মৃতি। সেই দুঃস্বপ্নই কি তবে রোনাল্ডোকে এখনো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ততক্ষণে খেলা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে

চ্যালেঞ্জ জিতেছেন স্কলারি

এসেছেন গিলবার্টো সিলভা-ক্লেবারসনরা। প্রথমার্ধের শেষদিকে ক্লেবারসনের শট যখন বারপোস্টে লেগে ফিরে এলো, হতাশা তখন জেঁকে ধরেছে ব্রাজিলকে। ফুটবল কুসংস্কার অনুযায়ী এ ম্যাচ জেতা ব্রাজিলের জন্য প্রায় অসম্ভব। এর পরপরই রোনাল্ডো যখন আরো একটা সহজ সুযোগ নষ্ট করলে, ব্রাজিলিয়ান সমর্থকরা ধরেই নিলো যে, প্যারিসের পরিণতিই হতে যাচ্ছে ইয়োকোহামায়। হাফ টাইমে যেখানে ব্রাজিলের গোল হওয়া উচিত ছিলো ৫টি, রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিকের খুশি নিয়ে ড্রেসিং রুমে যাবার কথা, স্কোর তখন ০-০। যদিও গোটা প্রথমার্ধই দুর্দান্ত খেলেছে জার্মানি। নিজেদের পায়ে বল ধরে রেখে খেলাটা স্লো করে দিচ্ছিলো। সুযোগ পেলেই উঠে আসছিলো আক্রমণে। যদিও সেগুলো ডি-বক্সের বাইরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো। তারপরও জার্মানি প্রথমার্ধ এ বিশ্বাস নিয়েই শেষ করেছে যে, ব্রাজিলকে তারা হারাতে সক্ষম। যদিও ব্রাজিলের মতো পরিষ্কার সুযোগ তারা একটাও পায়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে ও প্রথমার্ধের পুনরাবৃত্তি। শুরুতেই আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানি। তাদের টার্গেট একটি গোল। যেকোনো ভাবে একটি গোল দিতে পারলে তারা পুরোপুরি ডিফেন্সিভ হয়ে যেতে পারে। কর্নার থেকে ইয়েরেমিসের যে হেড এডমিলসন ব্লক করেছে, সেরকম একটি হেডেই জিদান কার্লোসের দু'পায়ের ফাঁক গলিয়ে বল পাঠিয়েছিলেন ব্রাজিলের জালে, ৪ বছর আগে। ইয়েরেমিসের হেডের কিছুক্ষণ পরই ন্যুভিলের তীব্র গতির ফ্রি-কিক বারে লেগে ফিরে আসে। মার্কোস বলে সামান্য ছোঁয়া লাগাতে পেরেছিলেন। সেটাই ব্রাজিলকে পিছিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে। ক্রমেই ব্রাজিল গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রতিটি বলের জন্য লড়াই করে। জার্মানির ডি-বক্সের বাইরে হামানের কাছ থেকে এমনি একটি বল কেড়ে নেন রোনাল্ডো। রিভালদোকে পাস দিয়েই তিনি দৌড় শুরু করেন। পুরো খেলায় নিষ্প্রভ রিভালদো সামান্যতম স্পেস পেয়েই বাঁ পায়ের

ব্রাজিলিয়ান ফুটবল মানেই সাম্বা, ফাইনালে গ্যালারিতে সাম্বা উত্তেজনা

পেলের অনুপ্রেরণায় এই বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর সেরা প্রত্যাবর্তন

তীব্র গতির এক শট নেন। কান সেটা সঠিকভাবে ধরতে ব্যর্থ হন। বিশ্বকাপে এটাই ছিলো কানের প্রথম ব্যর্থতা। তার খেসারত জার্মানি দিলো শিরোপা হারিয়ে। প্রমাণ হলো কান যন্ত্র নয়, মানুষ। ভুল তারও হতে পারে। সেই ভুল কাজে লাগিয়ে রোনাল্ডো গোল করেন। অন্য যেকোনো ফরোয়ার্ড রিভালদোকে পাস দিয়ে নিজে গোল করার জন্য পজিশন নেবেন। কিন্তু রোনাল্ডো আগেই দৌড় শুরু করায় বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের পক্ষে তাকে মার্ক করা সম্ভব হয়নি। আলতো টোকায় বল তিনি জড়িয়ে দেন জালে। এই গোল খাবার পর জার্মানির যেখানে তেতে ওঠার কথা, সেখানে ব্রাজিল দেখা গেলো মরিয়া হয়ে উঠেছে। পরবর্তী সময়টুকুই ব্রাজিল ম্যাচের সেরা খেলাটা খেলেছে। ওয়ান-টু-ওয়ান পাস দিয়ে বার বার জার্মানির ডিফেন্স ভেঙেছে। রক্ষণাত্মক কাজে পারদর্শী ক্লেবারসন মিডফিল্ডে ভীতি ছড়িয়েছেন বল নিয়ে আক্রমণাত্মক দৌড়ের মাধ্যমে। এরকম একটি বল ধরে ডান প্রান্তে বহুদূর এগিয়ে গিয়ে কোনাকুনি বল মারলেন জার্মানির ডি-বক্সের ঠিক বাইরে। রিভালদো সুন্দর ডামি করে বল ছেড়ে দিলেন রোনাল্ডোর উদ্দেশে। অসাধারণ ফিনিশিংয়ের স্বাক্ষর রেখে রোনাল্ডো ওয়ানটাচে বল পাঠালেন জালে। পুরো খেলায় প্রায় ঘুমিয়ে থাকা রিভালদো দুটো গোলেই রেখেছেন অসামান্য অবদান। প্রথম দুর্দান্ত এক শট করে, দ্বিতীয়বার ক্লাসিক এক ডামির মাধ্যমে। এ দুটো মুহূর্ত ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নিজের 'ক্লাস' তিনি এভাবেই চেনালেন। পরবর্তী সময়ে জার্মানি গোল পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করে। বিয়েরহফ, আসামোয়াহ মাঠে আসার কারণে তাদের আক্রমণের ধারও অনেক বেড়ে যায়। শেষ দিকে মাত্র ১৫ মিটার দূর থেকে বিয়েরহফের শটটি মার্কোস যেভাবে ঠেকালেন সেটা অবিশ্বাস্য। ৫৬% বল পজেশন নিয়েও জার্মানিকে তাই ম্যাচটি হারতে হয় ০-২ গোলে। কলিনার লম্বা বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে গোটা ব্রাজিল দল। শিরোপা জয়ের আনন্দে ভেসে যায় তারা।

বিশ্বকাপের আগে ব্রাজিলের এই দলটিকে চিহ্নিত করা হচ্ছিল সর্বকালের সবচেয়ে দুর্বল ব্রাজিল দলগুলোর একটি হিসেবে। কিন্তু বিশ্বকাপে প্রতিটি পজিশনের প্রতিটি খেলোয়াড়ই সেটা ভুল প্রমাণ করেছে। গোলবারের নিচে ব্রাজিলের দুর্বলতা চিরকালীন। মার্কোসকেও বিচার করা হচ্ছিলো সেই অনুসারেই। মিডিয়া প্রচার করেছিলো, শুধু পেনাল্টি কিক ঠেকানোতেই তিনি দক্ষ। গোলরক্ষকের অন্যান্য গুণাবলী তার ভেতর কমই আছে। কিন্তু এই মার্কোস পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে দুর্দান্ত খেলেছেন। বাঁচিয়েছেন বেশ কয়েকটি নিশ্চিত গোল। বিশেষত নকআউট পর্বে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তার সেভগুলো দলের জয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। সেন্ট্রাল ডিফেন্স নিয়ে ব্রাজিলের শুরুতে সমস্যা ছিলো। কিন্তু টুর্নামেন্ট যতো গড়িয়েছে লুসিও, রকো জুনিয়র ও এডমিলসন ততোই যেন নিজেদের ছাড়িয়ে যাবার লড়াইয়ে নেমেছেন। ইংল্যান্ডের মাইকেল ওয়েনকে তিনি একটি গোল গিফট দিতে পারেন; এছাড়া প্রতি ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উজ্জ্বল। ডিফেন্স থেকে মাঝে মাঝে দুর্দান্ত ড্রিবলিংয়ের সাহায্যে বিপক্ষের রক্ষণভাগে হানা দিয়েছেন। এডমিলসন তো কোস্টারিকার বিরুদ্ধে সাইড ভলিতে টুর্নামেন্টের অন্যতম দর্শনীয় গোলই করেছেন। দু'উইং ব্যাক হিসেবে কাফু-কার্লোসের ধারেকাছেও অন্য খেলোয়াড়রা ছিলেন না। স্বপ্নের মতো এক টুর্নামেন্ট খেলে স্বপ্নের মতো নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ করলেন কাফু। শিরোপা জয়ী অধিনায়ক হিসেবে এমন সৌভাগ্য ক'জনের কপালে জোটে?

দলের প্রয়োজনে আক্রমণ ও রক্ষণ দুটোই সামলিয়েছেন কাফু। একই কথা বলা যায় কার্লোস সম্পর্কেও। বিশেষত ব্রাজিলের দু'টো বিগ ম্যাচ, কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড ও ফাইনালে জার্মানির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অনন্য। কার্লোসের রক্ষণ দুর্বলতা সম্পর্কে যাদের সন্দেহ আছে, তারা এ দুটো ম্যাচেই তার ক্লাস বুঝতে পারবেন। ডিফেন্সে কোনোরকম ফাঁক তৈরি হবার সুযোগই তিনি দেননি। ফ্রি-কিক থেকে কোস্টারিকার বিরুদ্ধে গোলও করেছেন একটি। এছাড়া বিপক্ষের ডিফেন্সে ভীতি ছড়িয়েছেন অসংখ্যবার তার ট্রেডমার্ক গতিশীল দৌড় দিয়ে। এ টুর্নামেন্টে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার নিঃসন্দেহে গিলবার্টো সিলভা। প্রতিটি ম্যাচে তিনি খেলেছেন দায়িত্ব নিয়ে। বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে ব্রাজিলের আক্রমণ তৈরির মূল দায়িত্বটা পালন করেছেন তিনি। ডিফেন্সের সামনে কভার হিসেবেও তিনি অতুলনীয়। মুহূর্তের জন্যও এমারসনের অভাব কাউকে তিনি অনুভব করতে দেননি। এমারসনের মতো রাফ ফুটবল নয়, বরং সুন্দর ফুটবল দিয়েই তিনি সবার নজর কেড়েছেন। শেষ তিনটি ম্যাচে এ কাজে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন ক্লেবারসনকে। তাকেও এ কাজে শতভাগ সফল বলতে হবে। শুধু রক্ষণ নয়,

রোনালদিনহো : তারকা ২০০২

বলা হয় ব্রাজিলের ডিফেন্স দুর্বল, অথচ নকআউট পর্বে ছিল দুর্ভেদ্য

দলের প্রয়োজনে তিনি যে আক্রমণেও যেতে পারেন, সেটা ক্লেবারসন ফাইনালে দেখিয়েছেন। এ দু'জনের খেলার ধরন ইউরোপের সঙ্গে খুব মেলে। শিগগিরই ইউরোপের বড় বড় ক্লাবের অফার যে তাদের কাছে যাচ্ছে, সেটি নিশ্চিত। মধ্যমাঠের আরেক তারকা জুনিনহো। প্রথম চারটি ম্যাচে তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন। খেলেছিলেনও অসাধারণ। বল পজেশন ধরে রাখার জন্য তিনি খুব কার্যকরী এক খেলোয়াড়। পরবর্তী ম্যাচগুলোতে তাকে বাদ দেবার কারণ পারফরমেন্স নয়, বরং কোচের ট্যাকটিক্স। দলের স্বার্থের জন্য ভালো পারফরমেন্স করেও প্রথম একাদশের জায়গাটি ছেড়ে দিতে হলো। আর বাকি রইল 'ট্রিপল আর'। এবারের বিশ্বকাপটা তো 'ট্রিপল আর'-এর বিশ্বকাপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকলো। ছোটজন রোনালদিনহো এবারের বিশ্বকাপের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে উজ্জ্বল একমাত্র তারকা। কোয়ার্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি যা খেলেছেন, সেরকম খেলার স্বপ্নও অনেক পেশাদার খেলোয়াড় দেখেন না। 'ফলেন কিক' ফ্রি-কিক থেকে তিনি যে ম্যাচ উইনিং গোলটি করেছেন তা রিভালিনো, গ্যারিঞ্চাদের মনে করিয়ে দেয়। আর রিভালদোর তো জাতীয় দলের হয়ে ভালো না খেলার দুর্নাম ছিলো। কিন্তু এ বিশ্বকাপে ৫ গোল দিয়ে এবং আরো কয়েকটি বল বানিয়ে দিয়ে তিনি নিজেকে তুলে এনেছেন অন্যরকম উচ্চতায়। কিছু স্বার্থপর খেলা তিনি খেলেছেন, কিন্তু সেটা ছিলো কোচের নির্দেশেই। ফাইনালে রোনাল্ডোর দ্বিতীয় গোলের সময় তিনি যে ডামি করলেন, তা অভূতপূর্ব। একই কথা বলা যায় বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে তার কারা সেই গোলটি সম্পর্কেও।

রইলেন বাকি একজন। সেই একজন হলেন চার বছর আগে ব্রাজিলের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। রোনাল্ডো জানতেন আরেকটি বিশ্বকাপ জয়ই কেবল তার প্রতি ব্রাজিলিয়ানদের ক্ষোভ মোটানোর একমাত্র উপায়। সেজন্য নিজেকে কোথায় তিনি প্রস্তুত করবেন তা না, রোনাল্ডোকে বেশিরভাগ সময় কাটাতে হলো হাসপাতালে। একের পর এক ইঞ্জুরি তার কেরিয়ারকেই হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিলো। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে ফিরেছেন বিশ্বকাপের মাস দু'য়েক আগে। বিশ্বকাপের শুরু থেকেই তিনি পুরোপুরি ফিট ছিলেন না। এছাড়া প্রায় দু'বছর পর একসঙ্গে অনেকগুলো ম্যাচ খেলায় তিনি ছিলেন বেশ ক্লান্ত। তার নিজের ভাষায়, 'আমি বিশ্বকাপের অন্য যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে বেশি ক্লান্ত।' এই ক্লান্তি নিয়েই তিনি খেললেন বিশ্বকাপ ফাইনালে। ফাইনালে পৌঁছবার পথে ৬ ম্যাচে গোলও দিয়েছেন ৬টি। এই ফাইনালটির জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন সুদীর্ঘ চার বছর। তাই সব ক্লান্তি দূর করে এই ম্যাচটি করে নিতে চেয়েছিলেন নিজের করে। তিনি তা পেরেছেন। প্রথমার্ধে সহজ কিছু সুযোগ মিস করার পরও তার দেয়া দু'গোলেই জার্মানিকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ব্রাজিল। চার বছর ধরে বুকের ওপর চেপে থাকা পাথর ৩০ জুন ইয়োকোহামা স্টেডিয়ামে নেমে গেছে। এখন আর রোনাল্ডো প্যারিসের দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙার পর নির্ঘুম রাত কাটাবেন না। এখন আর ব্রাজিলের সমর্থকরা তাকে অভিশাপ দেবে না। বরং কেরিয়ারের শুরুতেই ববি রবসন যে সম্ভাব্য সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেটা প্রমাণের পথেই তিনি এগিয়ে যাবেন।

১৯৭০ সালের ব্রাজিল দলকে বলা হয় সর্বকালের সেরা ফুটবল টিম। তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সামর্থ্য রয়েছে শুধু ১৯৮২ সালের ব্রাজিল দলের-এ বিশ্বাস অধিকাংশ বোদ্ধার। কিন্তু ১৯৮২ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জেতেনি। জিকো, সক্রেটিস, জুনিয়র, ফ্যালকাও-এর মতো তারকা ছিলো সে দলে। ছিলেন টেলে সান্তানার মতো কোচ। অনুপম আক্রমণশৈলীর এক দুর্দান্ত নিদর্শন সেবার তারা রেখেছিলেন। খেলোয়াড়রা সবাই ছিলেন ফর্মের তুঙ্গে। তবু সেবার বিশ্বকাপ জেতেনি ব্রাজিল। জিতেছে ২০০২ সালে। '৮২-র স্কোয়াডের পাশে এবারের স্কোয়াডটি নিতান্তই বেমানান। রোনাল্ডো, রিভালদো, রোনালদিনহো তাদের কেরিয়ারের শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন বলা মুশকিল। তবে জিকো, সক্রেটিসদের সঙ্গে এখনো তারা তুলনায় আসবেন না। রোনাল্ডো দু'বিশ্বকাপে ১৪ ম্যাচে ১২ গোল করার পরও সাফল্যের দিক থেকে তারাই এগিয়ে। দলের প্রতিটি খেলোয়াড় নিজেদের সামর্থ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই করেছে প্রতিটি ম্যাচ। কোচ স্কলারি খেলোয়াড়দের সীমিত ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন। তার মূল কৃতিত্ব এখানেই। ব্রাজিল দলের সমর্থকদের কাছে দ্বিতীয় হবার অর্থ হলো ব্যর্থদের ভেতর প্রথম স্থান দখল করা। সেটা তারা কখনই মেনে নেবে না। গত তিনটি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার মাধ্যমে ব্রাজিল প্রমাণ করেছে যে, পেলে, গ্যারিঞ্চা, জিকো, সক্রেটিসদের যুগ পেরিয়ে এলেও তারাই এখনও বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে গিফটেড খেলোয়াড়দের জন্মদাত্রী। সাফল্যের জন্য ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের ওপর যে চাপ থাকে সেটাকেই তারা নেন অনুপ্রেরণা হিসেবে। সে কারণে প্রশাসনে শত প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও জাপান থেকে বিশ্বকাপ নিয়েই তারা ঘরে ফিরেছে। এটা কোনো ফ্লুক নয়। বরং খেলোয়াড়দের দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমেই 'পেন্টা' জয় সম্ভব হয়েছে। জিকো, জাগালোর মতো মহারথীরা এবার চাননি ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিতুক। তাদের যুক্তি ছিল এতে করে ব্রাজিলের ফুটবলে নতুন জোয়ার সৃষ্টি হবে অল্পদিনের জন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে তা এগিয়ে যাবে ধ্বংসের দিকেই। যেমনিভাবে ধ্বংস হয়েছে উরুগুয়ের ফুটবল। দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃত্বের আরো চার বছর গদিতে থাকার বন্দোবস্ত পাকা হয়েছে ব্রাজিলের এই শিরোপা জয়ের মাধ্যমে। সাধারণ জনগণ ঐসব দুর্নীতি বোঝে না। তারা চায় ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের সাফল্য। সেটাই এনে দিয়েছে এবারের ফুটবলাররা। কিন্তু এ সাফল্য ব্রাজিলের ফুটবলে ভালো কি খারাপ অবদান রাখবে, সময়ই তা বলে দেবে।

ছবি : **এএফপি**

বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতারা

খেলোয়াড়	ম্যাচ	গোল	বিশ্বকাপ
গার্ড মুলার (জার্মানি)	১৩	১৪	১৯৭০-'৭৪
জাস্ট ফন্টেইন (ফ্রান্স)	৬	১৩	১৯৫৮
পেলে (ব্রাজিল)	১৪	১২	১৯৫৮-'৭০
রোনাল্ডো (ব্রাজিল)	১৪	১২	১৯৯৮-২০০২
স্যানডোর ককসিস (হাঙ্গেরি)	৫	১১	১৯৫৪
ক্লিন্সম্যান (জার্মানি)	১৭	১১	১৯৯০-'৯৮
বাতিস্তুতা (আর্জেন্টিনা)	১২	১০	১৯৯৪-২০০২